দৈনিক সংবাদ

কলারোয়া উপজেলায় ১৪ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ॥ শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত

কলারোয়া (সাতক্ষীরা) থেকে সংবাদদাতা ঃ অভিভাবকদের অর্থনৈতিক সংকট, অজ্ঞতা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে কলারোয়া উপজেলার ১৪ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে সরকারের প্রাথমিক শিক্ষার কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে।

দায়িত্বশীল সূত্র থেকে জানা গেছে, উপজেলায় ৫ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ৩৮ হাজার ৯শ ৩৭ জন। এর মধ্যে ১৮ হাজার ৮শ ৬৮ জন ছেলে ও ১৭ হাজার ৭শ ৬৯ জন মেয়ে।

উপজেলা শিক্ষা অফিসের দেয়া তথ্য থেকে জানা গেছে, বর্তমানে উপজেলায় ৬৭টি সরকারি ও ৪৫টি বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। এছাড়া ১৩টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা, ৪টি কিন্ডারগার্টেন ও ৪৭টি এনজিও দ্বারা পরিচালিত স্কুল রয়েছে। এইসব স্কুলে কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে সরকারি শিক্ষক ২৪৬, বেসরকারি শিক্ষক ১৮০ জন, এবতেদায়ী শিক্ষক ৫২ জন, এনজিও দ্বারা পরিচালিত স্কুলের শিক্ষক ৪৭ জন ও কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষক ১৬ জন। বর্তমানে সরকারি স্কুলে ৯ জন শিক্ষকের পদ শূন্য আছে।

বর্তমানে উপজেলায় মোট ২৮ হাজার ৫ জন শিশু এ স্কুলগুলোতে অধ্যয়ন করছে। এর মধ্যে সরকারি স্কুলে ১৪ হাজার ৫শ ৭২ জন, বেসরকারি স্কুলে ৭ হাজার ৬শ ১৪ জন, এবতেদায়ী মাদ্রাসায় ৩ হাজার ১শ [illegible] জন এনজিওদের স্কুলে, ২ হাজার [illegible] ৬৬ জন ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলে ৬শ ২২ জন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে। ৮ হাজার ২শ ৯৩ জন ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়েছে। অবশ্য বেসরকারি খাতে বর্তমানে ১৪ হাজারের অধিক শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত।

বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক তথ্যানুসন্ধান করে জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা, অভিভাবকদের অজ্ঞতা ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণে এ সকল শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা গেছে, উপজেলার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে শিক্ষার হার বেশি নাজুক। কারণ এসকল এলাকায় চোরাচালান চক্রের কবলে পড়ে কোমলমতি শিশুরা নগদ টাকার লোভে চোরাচালান কাজে শ্রম বিক্রি করে। মূলত একশ্রেণীর অশুভ চক্র শিশুদের দারিদ্র্যের সুযোগে স্থানীয় প্রশাসনের করুণা পাওয়ার মাধ্যমে চোরাচালান কাজে নিয়োগ করছে। এছাড়া একশ্রেণীর অশুভ ব্যবসায়ী চক্র অল্প বেতনে শ্রমিক হিসেবে শিশুদের নিয়োগ করছে।

সূত্রটি আরও জানায়, বর্তমানে উপজেলায় ৮/৯ হাজার শিশু শ্রমিক রয়েছে। তার মধ্যে ৯০ ভাগ শিশু চোরাচালান চক্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলে সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে।